

ফ্রান্সিস ও নয়োমী কিশোর

# দাম্পত্যের ক.খ.গ



*Bayit243*

*a window of Bijoy Ministries*



## **DĀMPATYĒR KA.KHA.GA**

*Complete guidance for married life in the light of the Bible*

### **©Bijoy Ministries**

*the information in this manual is copyrighted by Francis and Nayomi Kisor*

*1<sup>st</sup> edition May 2025, Dhaka, Bangladesh*

Sample

*For more resources and information contact:*

Phone: +88 01405338435 or Email: [bijoybangladesh@gmail.com](mailto:bijoybangladesh@gmail.com)

***bijoyministriesintl.org***

লেখকদ্বয়ের পরিচিতি .....	5
ভূমিকা .....	6
ক - কৃতজ্ঞতা প্রকাশ .....	7
খ - খোঁজখবর রাখা .....	9
গ - গুণগ্রাহী হওয়া .....	11
ঘ - ঘনিষ্ঠতা .....	13
ঙ - (ঙান) জ্ঞান অর্জন (জানা-বোঝা) .....	15
চ - চোখের ভাষা .....	17
চ - চাহিদা পূরণ করা .....	19
ছ - ছোটখাটো উপহার .....	22
জ - জীবনের লক্ষ্য .....	24
ঝ - ঝগড়া সমাধান .....	26
ঞ - (এগণ) জ্ঞান বা তথ্য বিনিময় .....	28
ট - টাকা-পয়সার হিসাব .....	
ঠ - ঠিক সময়ে সাড়া দেওয়া .....	
ড - ডেট নাইট .....	
ঢ - ঢাল হিসাবে দাঁড়ানো .....	
ণ - (গত্ব) নত হওয়া .....	
ত - ত্যাগ স্বীকার .....	
থ - থামতে জানা .....	
দ - দায়িত্ব ভাগাভাগি .....	
ধ - ধৈর্য্য ধরা .....	
ন - নিজস্ব সময় .....	
প - পরিবারের সাথে সময় .....	

ফ - ফিরে দেখা .....	
ব - বিশ্বাস.....	
ভ - ভালোবাসার প্রকাশ .....	
ভ - ভুলে যাওয়া .....	
ম - মিষ্টি কথা .....	
য - যোগাযোগ.....	
র - রোমাল.....	
ল - লক্ষ্য নির্ধারণ .....	
শ - শারিরীক সম্পর্ক .....	
শ - শেয়ার করা .....	
ষ - ষড়যন্ত্রমুক্ত সম্পর্ক .....	
স - সহানুভূতি.....	
স - সাহায্য করা.....	
হ - হাসিখুশি পরিবেশ.....	
ক্ষ - ক্ষমা .....	
আ - আমি থেকে আমরা.....	30

## বিশেষ কৃজজতা

আমাদের দুটি সন্তান মেলডিন ও কেডিনকে যারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দারুন আনন্দ ও নতুন নতুন অভিজ্ঞতা যুক্ত করেছে। তাদের উপস্থিতি ও বিনিয়োগ আমাদের দাম্পত্য সম্পর্কিত যাত্রায় নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।

## লেখকদ্বয়ের পরিচিতি

ফ্রান্সিস ও নয়ামী ২৩ বছর বিবাহিত জীবন যাপন করছেন, ঈশ্বর তাদেরকে দুটি ছেলে দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। তারা উভয়েই দাম্পত্যসম্পর্ক ও প্যারেন্টিং বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন বিশেষ করে চিলড্রেন বাইবেল মিনিষ্ট্রি (অকল্যাণ্ড-নিউজিল্যান্ড) ও ফ্যামিলি ডিসাইপলশীপ ইনস্টিটিউটশন (সান এন্টনিও, টেক্সাস, ইউএসএ)

বিগত ১৫ বছর যাবৎ দাম্পত্য সম্পর্ক ও প্যারেন্টিং সম্পর্কে সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও কনফারেন্সে ফ্যাসিলিটেশন করে আসছেন। তারা যৌথ ভাবে রূপান্তরিত পিতৃ-মাতৃ ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত দাম্পত্য সম্পর্ক, দাম্পত্যে ঘনিষ্ঠতার উন্নয়ন, দাম্পত্যে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে বই ও প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরি করেছেন।

## ভূমিকা

‘দাম্পত্যের ক, খ, গ’ একটি সংক্ষিপ্ত, বাস্তবভিত্তিক এবং সুসংগঠিত সহায়িকা, যা বিবাহিত জীবনকে আরও সুন্দর, গভীর ও ঈশ্বরকেন্দ্রিক করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। এই বইটি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে যাতে পাঠক সহজে প্রত্যেকটি বিষয় পড়তে, মনে রাখতে এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন।

পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক চাহিদা, দায়িত্ব, আবেগ এবং আচরণকে গভীরভাবে বোঝার জন্য প্রতিটি অক্ষরে লুকিয়ে আছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ—যা সম্পর্ককে শুধু টিকিয়ে রাখে না, বরং তাকে সমৃদ্ধ ও আনন্দময় করে তোলে।

প্রতিটি অধ্যায় একটি দাম্পত্যমূলক নীতিকে তুলে ধরে, যা বাইবেলীয় শিক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে নির্মিত। এই নীতিগুলো যখন আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হয় এবং নিয়মিত চর্চা করা হয়, তখন দাম্পত্য জীবন হয়ে ওঠে আরও স্থিতিশীল, বোঝাপড়ায় পরিপূর্ণ এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে ভরপুর।

কোন আদর্শ জোর করে চাপিয়ে নয়, বরং হৃদয়ের গভীরতা থেকে একে অপরকে ভালোবাসার, বোঝার ও সম্মান করার সহজ পথ দেখিয়ে এই গাইডলাইন আপনাকে দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আলোর পথ দেখাবে।



## ক - কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

"স্বীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক... এবং কৃতজ্ঞ হও।"

কলসীয় ৩:১৫



### গুরুত্ব:

দাম্পত্য সম্পর্কে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ একটি শক্তিশালী ইতিবাচক অভ্যাস। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত কৃতজ্ঞতা জানালে দম্পতির সন্তুষ্টি প্রায় ৩০% পর্যন্ত বেড়ে যায়। "তোমার সাহায্যটা দরকার ছিল" বা "তুমি পাশে আছো বলেই সহজ হয়েছে"—এই ধরনের স্বীকৃতি সম্পর্ককে গভীর করে, মানসিক সংযোগ বাড়ায় এবং ছোটখাটো মতবিরোধও সহজে মুছে যায়। কৃতজ্ঞতা মানে সঙ্গীর ভালো দিকগুলো সচেতনভাবে দেখা ও স্বীকার করা—এটাই সম্পর্ককে শক্তিশালী করে তোলে।



### প্রয়োগ পদ্ধতি:

১. প্রতিদিন সঙ্গীর একটি ভালো গুণ বা কাজের জন্য ধন্যবাদ জানান
২. ছোট উপহার বা হাতে লেখা নোটের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন
৩. অন্যদের সামনে আপনার সঙ্গীর প্রশংসা করুন



### বাহ্যিক উদাহরণ:

যীশু সবসময় ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন (মথি ১৫:৩৬)। এভাবে আমাদেরও উচিত আমাদের সঙ্গীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া।



### প্রতিদিনের অভ্যাস:

- সকালে উঠে সঙ্গীকে একটি ইতিবাচক কথা বলুন
- রাতে শোবার আগে দিনের জন্য ধন্যবাদ জানান



### সতর্কতা:

- কৃতজ্ঞতা কখনই কৃত্রিম বা অতিরঞ্জিত হওয়া উচিত নয়।
- “তুমি সেরা” বা “দারুণ করছো” বলার আগে ভাবুন—এটা সত্যি কিনা।
- অতিরিক্ত প্রশংসা বিশ্বাসযোগ্যতা হারায় এবং দুরত্ব তৈরি করতে পারে।
- আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সম্পর্ককে গভীর করে।
- ছোট ও সত্যিকারের বিষয়ের জন্য ধন্যবাদ জানান—সেটাই হৃদয় স্পর্শ করে।



### পরামর্শ:

একটি "কৃতজ্ঞতার জার" তৈরি করুন যেখানে আপনি প্রতিদিন সঙ্গীর জন্য কৃতজ্ঞতার একটি নোট লিখে রাখবেন। মাস শেষে একসাথে সেগুলো পড়ুন।



### বাইবেলের প্রতিজ্ঞা:

"সর্বাবস্থায় ধন্যবাদ দাও; কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে এটাই তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের ইচ্ছা"

(১ থিমলনীকীয় ৫:১৮)।



## থ - খোঁজখবর রাখা

"কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকে না, বরং একে অন্যের জন্য চিন্তা কর।"

ফিলিপীয় ২:৪



### গুরুত্ব:

খোঁজ-খবর রাখা সম্পর্কে গভীর ভাবে আন্তরিকতা তৈরি করে। সঙ্গীর মানসিক অবস্থা বুঝতে সহায়ক হয়। বিশ্বাস ও নির্ভরতা বৃদ্ধি করে। গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়া দম্পতিদের মধ্যে ৬০% বেশি সুখী।



### প্রয়োগ পদ্ধতি:

১. **মনোযোগী হয়ে শোনার অভ্যাস:** "আজ তোমার দিন কেমন গেল?" বা "এই বিষয়ে তোমার অনুভূতি কি?"
২. **গুরুত্বপূর্ণ তারিখ মনে রাখা:** কর্মস্থলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা ব্যক্তিগত স্মরণীয় দিন
৩. **দৈনিক রুটিন তৈরি:** সকালে একসাথে দিনের পরিকল্পনা করা বা রাতে দিনের সারাংশ শেয়ার করা



### বাইবেলীয় উদাহরণ:

দায়ুদ যোনাথনের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বে খোঁজ-খবর রাখতেন - ১শমু ২০:৪২



### প্রতিদিনের অভ্যাস:

- সম্ভব হলে সকালে একসাথে চা/কফি পান করুন
- দিনে অন্তত একটি টেক্সট বা কল করুন
- রাতে কিছুটা সময় ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা করুন



### সতর্কতা:

আলোচনা যেন অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদে রূপ না নেয়। গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করবেন না। শুধুমাত্র সমস্যা নয়, আনন্দের খবরও দিন।



### পরামর্শ:

একটি "আপডেট নোটবুক" রাখুন - গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি লিখে রাখুন। সপ্তাহে অন্তত একবার ফোন বন্ধ করে গল্প করুন। আর ৩টি কী-প্রশ্নের রুটিন করুন:-

1. আজ তোমার **কী** ভালো লেগেছে?
2. **কী** তোমাকে কষ্ট দিয়েছে?
3. আমি **কী**ভাবে সাহায্য করতে পারি?



### বাইবেলের প্রতিজ্ঞা:

"সাল্বনাদাতাদের দ্বারা আমাদেরও সাল্বনা লাভ হয়"  
(২ করিন্থীয় ১:৪)



## গ - গুণগ্রাহী হওয়া

"এইজন্য তোমরা এখন যেমন করছ তেমনি করে একে অন্যকে উৎসাহ দান করতে ও একে অন্যকে গড়ে তুলতে থাক।" ১ থিষ ৫:১১



### গুরুত্ব:

১. সম্পর্কে ইতিবাচক আবহ সৃষ্টি করে
২. সঙ্গীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে
৩. পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করে
৪. গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত প্রশংসা বিবাহে সন্তুষ্টি ৪০% বাড়ায়



### প্রয়োগ পদ্ধতি:

#### ১. মৌখিক প্রশংসা:

- "তোমার ..... গুণটি আমার খুব পছন্দ"
- "তুমি এটি যেভাবে করলে তা অসাধারণ"

#### ২. লিখিত প্রশংসা:

- লাভ নোট লিখে রাখুন
- টেক্সট মেসেজে ইতিবাচক মন্তব্য করুন

#### ৩. প্রকাশ্য প্রশংসা:

- অন্যদের সামনে সঙ্গীর গুণাবলী তুলে ধরা
- সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কাজের স্বীকৃতি তুলে ধরা



## বাহিবেলীয় উদাহরণ:

যীশু পিতরের বিশ্বাসের প্রশংসা করেছিলেন (মথি ১৬:১৭)



## প্রতিদিনের অভ্যাস:

- সকালে উঠে একটি ইতিবাচক কথা বলা
- দিনে অন্তত ১বার সত্যিকারের প্রশংসা করা
- রাতে শোবার আগে দিনের ভালো মুহূর্তগুলো স্মরণ করা



## সতর্কতা:

কৃত্রিম বা অতিরঞ্জিত প্রশংসা করবেন না। শুধু বাহ্যিক গুণ নয়, চরিত্রের গুণও প্রশংসা করুন। সমালোচনার আগে প্রশংসা করুন।



## পরামর্শ:

প্রতিদিন সঙ্গীর একটি গুণ কোন এক স্থানে লিখে রাখুন। অথিতীদের সামনে তার প্রশংসা করুন।

প্রশংসার ৫:১ অনুপাত বজায় রাখুন - প্রতি একটি সমালোচনার জন্য পাঁচটি প্রশংসা।



## বাহিবেলের প্রতিজ্ঞা:

"সদাপ্রভুর প্রশংসা কর, কারণ তিনি উত্তম।"

(গীতসংহিতা ১৩৫:৩)

## ঘ - ঘনিষ্ঠতা

“এই জন্যই মানুষ মা-বাবাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে এক হয়ে থাকবে আর তারা দুজন এক দেহ হবে।” আদিপুস্তক ২:২৪



### গুরুত্ব:

ঘনিষ্ঠতা মানে শুধু শারীরিক মিলন নয়—এটি হৃদয়ের গভীর সংযোগ, মানসিক ও আত্মিক ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ। একটি দাম্পত্য সম্পর্কে গভীর, স্থায়ী এবং নিরাপদ করতে ঘনিষ্ঠতা অপরিহার্য। আদিপুস্তক ২:২৪-এ "এক দেহ হওয়া" বলতে একটি সামগ্রিক ঐক্যের কথা বলা হয়েছে—যেখানে ভালোবাসা, বিশ্বাস, সম্মান ও পারস্পরিক আত্মোৎসর্গ রয়েছে।



### প্রয়োগ পদ্ধতি:

- একে অপরের প্রতি সময় দিন ও মনোযোগ দিন
- প্রতিদিন অন্তত কিছু সময় শুধু দুজনের জন্য রাখুন (ডিভাইস-মুক্ত সময়)
- শারীরিক স্পর্শকে গুরুত্ব দিন—আলিঙ্গন, হাত ধরা, চোখে চোখ রাখা
- পরস্পরের অনুভব, আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করুন
- আত্মিক সংযোগ গড়ে তুলতে একসাথে প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ করুন



### বাইবেলীয় উদাহরণ:

- **ইসহাক ও রিবিকা:** (আদিপুস্তক ২৬:৮) - আদর করছিল" (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত)।
- **হোশেয় ও গোমর:** ঘনিষ্ঠতা কেবল শারীরিক নয়, বরং ক্ষমা, পুনর্মিলন ও ভালোবাসার প্রতীক।



## প্রতিদিনের অভ্যাস:

- প্রতিদিন একে অপরকে জড়িয়ে ধরা ও একসাথে হাঁটা বা চা খাওয়া
- “তোমায় ভালোবাসি”, “ধন্যবাদ”, “তুমি আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ”— এমন কথা প্রতিদিন বলা
- পরস্পরের শরীর ও আবেগ সম্পর্কে সচেতন থাকা



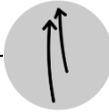
## সতর্কতা:

শুধুমাত্র শারীরিক ঘনিষ্ঠতাকে সম্পর্কের মানদণ্ড ভাবা উচিত নয়। মোবাইল, কাজ বা অন্য চাপে একে অপরকে অবহেলা করা ঘনিষ্ঠতার ব্যাঘাত ঘটায়। অপরের সম্মতি ও মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া কোনো রকম ঘনিষ্ঠতায় জোরাজুরি না করা। মানসিক আঘাত বা অতীতের কষ্টকে অস্বীকার না করে তা নিয়ে সহানুভূতির সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন।



## পরামর্শ:

ঘনিষ্ঠতা সময়সাপেক্ষ ও মনোযোগ-নির্ভর; তা নিজে থেকেই হয় না, চর্চা করতে হয়। প্রতিনিয়ত একে অপরকে জানার আগ্রহ রাখা দরকার। ঘনিষ্ঠতার ঘাটতি অনুভব করলে পরস্পরের অনুভূতি জানানো এবং তা নিয়ে প্রার্থনা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।



## বাহিবেলের প্রতিজ্ঞা:

“তোমার ঝর্ণা আশীর্বাদিত হোক; তোমার যৌবনের স্ত্রীর সঙ্গে তুমি আনন্দ করো... সে সর্বদা তোমাকে মোহিত করুক, তার প্রেমে তুমি সদা বিভোর থাকো।” হিতোপদেশ ৫:১৮-১৯

## ঙ - (ঙান) জ্ঞান অর্জন (জানা-বোঝা)

"যার মনে বিচার বুদ্ধি আছে সে জ্ঞান লাভ করে, আর জ্ঞানীদের কান জ্ঞানের খোঁজ করে।" হিতোপদেশ ১৮:১৫



### গুরুত্ব:

- জ্ঞান অর্জন দাম্পত্য সম্পর্কে গভীরতা আনে
- এটি একে অপরকে বুঝতে সাহায্য করে
- ভুল ধারণা, মনোমালিন্য ও হতাশা দূর করতে সহায়তা করে
- সঠিক জ্ঞানের অভাবে অনেক সম্পর্ক ভুল পথে চলে যায়



### প্রয়োগ পদ্ধতি:

- দাম্পত্য, সম্পর্ক, আবেগ বা যোগাযোগ বিষয়ক **বই** পড়া
- স্বামী-স্ত্রী একসাথে সম্পর্ক-বিষয়ক ওয়ার্কশপ বা কোর্সে অংশ নেওয়া
- সঙ্গীর আচরনের পিছনের অনুভূতি বুঝতে চেষ্টা করা
- ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের মাধ্যমে সম্পর্ক নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জানা
- একে অপরের **ব্যক্তিত্বের ধরন ও আবেগীয় চাহিদা** সম্পর্কে শিখে নেওয়া



### বাইবেলীয় উদাহরণ:

**নয়োমী ও রুত:** একজন শাশুড়ি ও পুত্রবধূর মাঝে সম্পর্কের সুস্বয়ং বোঝাপড়া ও পরামর্শ ছিল জ্ঞানের ফল



## প্রতিদিনের অভ্যাস:

প্রতিদিন অন্তত ১০-১৫ মিনিট সম্পর্ক বা আত্মোন্নয়নমূলক বই পাঠ করা। সপ্তাহে একদিন স্বামী-স্ত্রী মিলে সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করা। পরস্পরের অনুভূতি ও মতামত জানার জন্য সময় নির্ধারণ করা। প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে বুঝতে পারার সামর্থ্য চাওয়া।



## সতর্কতা:

সব জ্ঞান গ্রহণযোগ্য নয়—যা বাইবেল বিরোধী তা পরিহার করা জরুরি। ইন্টারনেট বা মিডিয়া থেকে পাওয়া উপদেশ যাচাই করে নিতে হয়। নিজেকে "সবজান্তা" ভাবা সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর। একা একা শেখা, কিন্তু সঙ্গীর মতামত বা সীমাবদ্ধতা উপেক্ষা করাও সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই জ্ঞান (জানতে-বুঝতে) অর্জনে নম্রতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রয়োজন।



## পরামর্শ:

- আপনার জ্ঞান যেন **নম্রতা ও সহনশীলতার সাথে** প্রকাশ পায়
- জ্ঞান অর্জনের জন্য **সম্মানজনক আলোচনা ও প্রশ্ন করার মানসিকতা** গড়ে তুলুন
- সঙ্গীর দুর্বলতা জানলে সমালোচনা নয়, সহানুভূতিশীলভাবে পথ দেখান
- প্রয়োজনে মণ্ডলীর পালকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।



## বাইবেলের প্রতিজ্ঞা:

"প্রজ্ঞাই প্রধান বিষয়; অতএব প্রজ্ঞা অর্জন করো; এবং তোমার সমস্ত মূল্য দিয়ে বুদ্ধি/বুঝতে পারা অর্জন করো।" হিতোপদেশ ৪:৭

## চ - চোখের ভাষা

"চোখ দেহের প্রদীপ। সেইজন্য তোমার চোখ যদি ভালো হয় তবে তোমার সমস্ত দেহই আলোতে পূর্ণ হবে।" মথি ৬:২২



### গুরুত্ব:

- চোখ মুখের থেকেও বেশি প্রকাশ করে — ভালোবাসা, বিরক্তি, অবহেলা বা সম্মান
- দাম্পত্যে চোখের ভাষা পারস্পরিক অনুভূতির অকথিত ভাষা
- স্নেহময় বা শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিতে সঙ্গী নিরাপত্তা ও ভালোবাসা অনুভব করে
- নির্মল চোখ মানে নির্মল মন — সম্পর্কেও পবিত্রতা ও সততার প্রতিফলন ঘটে



### প্রয়োগ পদ্ধতি:

- সঙ্গীর দিকে **স্নেহভরে ও মনোযোগ সহকারে** তাকানো
- রাগ বা ক্লান্তি থাকলেও চোখে **দয়া ও সংযম** প্রকাশ করা
- কথা বলার সময় চোখে চোখ রেখে কথা বলা — একে অপরকে সম্মান জানানোর মাধ্যম
- চোখ দিয়ে বোঝানো: "আমি শুনছি", "আমি বুঝতে চাই", "আমি তোমার পাশে আছি"



### বাইবেলীয় উদাহরণ:

**যীশু ও পিতর:** পিতর অস্বীকার করার পর যীশু তাঁর দিকে তাকালেন (লুক ২২:৬১) — সেই দৃষ্টি/তাকানো ছিল ক্ষমা, বেদনা ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ



## প্রতিদিনের অভ্যাস:

- প্রতিদিন অন্তত একবার সঙ্গীর চোখে তাকিয়ে ভালোবাসার কথা বলা বা শুধু নীরবে অনুভূতি শেয়ার করা
- সকালের প্রথম দৃষ্টিতে হাসি উপহার দেওয়া
- কথা বলার সময় ফোন বা মনোযোগ বিচ্ছিন্ন কিছু বাদ দিয়ে চোখে চোখ রেখে কথা বলা



## সতর্কতা:

- চোখে বিরক্তি, অবহেলা বা অবজ্ঞার প্রকাশ সম্পর্ককে আহত করে
- চোখের মাধ্যমে অন্যের প্রতি আকর্ষণ বা কু-চাহনি দাম্পত্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে
- চোখ ফিরিয়ে নেওয়া বা বারবার এড়িয়ে যাওয়া সঙ্গীকে অপ্রয়োজনীয় মনে করায়



## পরামর্শ:

- চোখ দিয়ে সম্মান, গ্রহণযোগ্যতা ও ভালোবাসা প্রকাশ করুন
- কখন সঙ্গী ক্লান্ত, কষ্টে বা আনন্দে আছে তার চোখের ভাষায় বুঝতে শিখুন
- যত্ন নিন যেন আপনার দৃষ্টি পবিত্র ও সততায় ভরা থাকে
- সঙ্গীকে বলুন তিনি আপনার চোখে কেমন সৌন্দর্যময় — এটি আত্মবিশ্বাস বাড়ায়



## বাহিবেলের প্রতিজ্ঞা:

“..তোমাকে চোখে চোখে রেখে আমি নির্দেশ দেবো।”

গীতসংহিতা ৩২:৮

## চ - চাহিদা পূরণ করা

“কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকে না, বরং একে অন্যের জন্য চিন্তা করো।”

ফিলিপীয় ২:৪



### গুরুত্ব:

একটি শক্তিশালী দাম্পত্যের ভিত্তি হল একে অপরের চাহিদা বোঝা ও তা ভালোবাসার সাথে পূরণ করা। প্রতিটি মানুষ ভালোবাসা, সম্মান ও নিরাপত্তার খোঁজে। যখন আমরা সঙ্গীর ভালোবাসার ভাষা বুঝে তার চাহিদায় সাড়া দিই, তখন সম্পর্ক গভীর হয় এবং যীশুর মতো নিঃস্বার্থ ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটে।

### প্রয়োগ পদ্ধতি:



- **ভালোবাসার ভাষা শিখুন:** প্রত্যেক মানুষের ভালোবাসা প্রকাশ ও গ্রহণের ধরন আলাদা। কেউ সেবা দিয়ে ভালোবাসে, কেউ সময় দিয়ে, কেউ স্পর্শ, উপহার বা উৎসাহব্যঞ্জক কথার মাধ্যমে। সঙ্গীর ভাষা বুঝে তাতে সাড়া দিন।
- **শোনা ও পর্যবেক্ষণ:** সঙ্গীর চাহিদা বুঝতে মন দিয়ে শুনুন ও লক্ষ্য করুন।
- **নিয়মিত কথা বলা:** সম্পর্কের চাহিদা বোঝা ও জানাতে খোলামেলা ও নিরাপদ আলোচনা করুন।
- **নির্দিষ্ট সময় ও মনোযোগ দিন:** একসাথে সময় কাটানো এবং অগ্রাধিকার দেওয়া সম্পর্কের গভীরতা বাড়ায়।



## বাইবেলীয় উদাহরণ:

- **রুতের প্রতি বোয়শের যত্ন:** বোয়শ রুতের অভাব বুঝে তাঁকে অতিরিক্ত শস্য সংগ্রহ করতে দেয় (রুত ২:৮-১৬)।
- **যীশুর সেবা কাজ:** যীশু মানুষের দৈহিক ও আত্মিক চাহিদা পূরণ করেছেন (যোহন ৬:৫-১৩)।



## প্রতিদিনের অভ্যাস:

- প্রতিদিন সঙ্গীর অনুভূতি জানতে চাওয়া: “আজ তুমি কেমন অনুভব করছো?”
- ছোট ছোট সেবার কাজ করা: যেমন খাবার পরিবেশন, সময় দেওয়া, শ্রদ্ধাভরে কথা বলা।
- দিনে একবার হলেও সঙ্গীকে তার ভাষায় ভালোবাসা জানান—যেমন উপহার, স্পর্শ, প্রশংসা, সময় কিংবা সাহায্য।



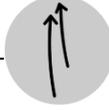
## সতর্কতা:

- **ভালোবাসার ভাষা:** ভালোবাসার ভুল ভাষায় সাড়া দিলে তা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। যেমন, কেউ উপহার পছন্দ করে, আপনি যদি শুধু উৎসাহের কথা বলেন, তার হৃদয় না-ও ছুঁতে পারে।
- **স্বার্থপরতা এড়িয়ে যান:** শুধু নিজের চাহিদা নয়, সঙ্গীর চাহিদাও গুরুত্ব দিন।
- **চাহিদাকে দাবি বানাবেন না:** ভালোবাসার সম্পর্ক চাপ নয়, সহযোগিতার জায়গা।



### পরামর্শ:

- ভালোবাসার ভাষা: এটি নিয়ে একসাথে আলোচনা ও কাজ করুন।
- চাহিদা জানাতে সাহসী হোন: বিনয়ের সঙ্গে নিজের প্রয়োজন বলুন এবং অপরপক্ষের চাহিদাও জানুন।
- পরস্পরের জন্য নিয়মিত আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন।



### বাইবেলের প্রতিজ্ঞা:

*“আমার ঈশ্বর তাঁর গৌরবময় অশেষ ধন অনুসারে খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য দিয়ে তোমাদের সব অভাব পূরণ করবেন।”*

(ফিলিপীয় ৪:১৯)



## ছ – ছোটখাটো উপহার

"প্রতিটি উত্তম দান ও প্রতিটি সম্পূর্ণ উপহার উপর থেকে নেমে আসে।"

(যাকোব ১:১৭)



### গুরুত্ব:

- ছোটখাটো উপহার মানেই বড় কিছু নয়, কিন্তু এর প্রভাব অনেক গভীর
- এটি ভালোবাসা, যত্ন ও চিন্তার প্রকাশ — "তোমার কথা মনে পড়েছে", এই বার্তাটি পৌঁছায়
- নিয়মিত ছোট উপহার সম্পর্কের উষ্ণতা বজায় রাখতে সহায়তা করে
- ঈশ্বরও আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন ছোট-বড় অনেক আশীর্বাদ ও উপহারের মাধ্যমে



### প্রয়োগ পদ্ধতি:

- সঙ্গীর প্রিয় খাবার বা পানীয় বাড়ি ফেরার পথে এনে দেওয়া
- হাতে লেখা একটি ছোট কার্ড, কাগজে ভালোবাসার বার্তা বা একটি প্রশংসা
- একটি ফুল, একটি ছোট বই, বা কোনো দরকারি জিনিস উপহার হিসেবে দেওয়া



### বাইবেলীয় উদাহরণ:

- পূর্বদেশ থেকে উপহার নিয়ে আসা পণ্ডিতেরা (মথি ২:১১) — যীশুকে শ্রদ্ধা জানানো এবং ভালোবাসা প্রকাশ
- দরকা (প্রেরিত ৯:৩৯) – যিনি বিধবা নারীদের জন্য নিজের হাতে পোশাক তৈরি করে দিতেন



## প্রতিদিনের অভ্যাস:

- সপ্তাহে অন্তত একবার ছোট উপহার বা চমক তৈরি করার চেষ্টা করা
- “কারণ ছাড়াই” ভালো কিছু দেওয়া — এটি ভীষণ মূল্যবান হয়ে ওঠে
- জন্মদিন, বার্ষিকী ছাড়াও আচমকা ছোট কিছু দিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করা



## সতর্কতা:

উপহার ভালোবাসার প্রকাশ হলেও তা যেন লেনদেনের কৌশল না হয়। দাম নয়, হৃদয় ছোঁয়া ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ। পছন্দ বুঝে উপহার দিন, আর না পেলেও ভালোবাসা অটুট রাখুন।



## পরামর্শ:

- উপহারকে কথার সাথে মিলিয়ে দিন — “তুমি আমার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ”, “তোমার হাসি আমার জন্য উপহার”
- সঙ্গীর ভালো লাগা ও শখ সম্পর্কে জানুন — তাহলে উপহার আরও অর্থবহ হবে
- শিশুদের সামনে এই ভালোবাসার প্রকাশ করলে তারা ভালো সম্পর্ক শেখে
- কোনো কোন সময় টাকা না থাকলে ছোট ছোট কাজ বা সৃজনশীল কিছু নিজ হাতে তৈরি করুন



## বাহিবেলের প্রতিজ্ঞা:

“প্রভুর সব উপকারের জন্য আমি তাঁকে কী ফেরত দেব?”

গীতসংহিতা ১১৬:১২

## জ - জীবনের লক্ষ্য

"যেখানে দর্শন নেই, সেখানে লোকেরা বিনষ্ট হয়।" - হিতোপদেশ ২৯:১৮



### গুরুত্ব:

একটি দাম্পত্য সম্পর্কের লক্ষ্যহীনতা মানে পথহীন যাত্রা, যেখানে দম্পতির একসাথে এগিয়ে যেতে পারে না। জীবনযাত্রার উদ্দেশ্য স্পষ্ট থাকলে, দু'জন একসাথে একই দিকে এগোতে পারে এবং তাদের সম্পর্কের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। একটি যৌথ লক্ষ্য দম্পতির একতা, সময় ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত, এবং সন্তান প্রতিপালনে পরিষ্কার দিকনির্দেশনা প্রদান করে, পথের বিভ্রান্তি কমায়ে এবং সম্পর্কের দিকনির্দেশনা স্পষ্ট হয়।



### প্রয়োগ পদ্ধতি:

- দুজন বসে জীবনের মূল উদ্দেশ্য ও পরবর্তী ১, ৩, ৫ বছরের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করুন
- আত্মিক, পারিবারিক, আর্থিক ও সামাজিক চারটি ক্ষেত্রে আলাদাভাবে পরিকল্পনা করুন
- মাসের শুরুতে ছোট ছোট লক্ষ্য ঠিক করে তা পর্যালোচনা করুন
- আরাধনা, প্রার্থনা ও আলোচনার মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছার আলোকে সিদ্ধান্ত নিন



### বাইবেলীয় উদাহরণ:

- **নহিমিয়:** প্রার্থনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রাচীর নির্মাণের দায়িত্ব নেয় (নহিমিয় ২:৫-৮)
- **নোহ:** ঈশ্বরের আদেশ অনুযায়ী সুস্পষ্ট পরিকল্পনায় মহা প্লাবনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন (আদি ৬:১৩-২২)



## প্রতিদিনের অভ্যাস:

- প্রতিদিনের কাজে খ্রীষ্টকে কেন্দ্র করে কাজ করুন—“আজ আমরা কীভাবে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করব?”
- সপ্তাহের কোন একদিন কিছুটা সময় নিয়ে দুজনে আলোচনা করুন
- পরিবারের ‘লক্ষ্য-উদ্দেশ্য’ তৈরি করুন এবং তা ঘরে টাঙিয়ে রাখুন
- প্রার্থনার মাধ্যমে প্রতিদিনের সিদ্ধান্ত ও লক্ষ্যভিত্তিক কার্যকলাপ শুরু করুন



## সতর্কতা:

সাংসারিক উন্নতির পাশাপাশি আত্মিক লক্ষ্যও গুরুত্বপূর্ণ। তবে, নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে চাপিয়ে দেওয়া বিপজ্জনক। অতিরিক্ত পরিকল্পনা, যদি প্রেম ও নম্রতা না থাকে, সম্পর্কের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। একপাক্ষিক লক্ষ্য নির্ধারণ দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারে, তাই একে অপরের সাথে আলোচনা করা জরুরি।



## পরামর্শ:

- ব্যক্তিগত এবং যৌথ উভয় লক্ষ্য আলাদা করে নির্ধারণ করুন
- প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট থিম বা পদকে কেন্দ্র করে এগিয়ে যান (যেমন “বিশ্বাসে বৃদ্ধি”, “ঈশ্বরকে ঘরে প্রথম স্থান”)
- সন্তানদের মধ্যেও লক্ষ্যভিত্তিক চিন্তা গড়ে তুলুন—পরিবারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদেরও জানানো হোক

## বাহ্যবেলের প্রতিজ্ঞা:



“আমরা যেন সৎ কাজ করতে করতে ভেংগে না পড়ি, কারণ তা ছেড়ে না দিয়ে করতে থাকলে আমরা ঠিক সময়ে তার ফসল পাব।” গালাতীয় ৬:৯

## ঝ - ঝগড়া সমাধান

"লোকদের জীবনে শান্তি আনবার জন্য যারা পরিশ্রম করে তারা ধন্য, কারণ ঈশ্বর তাদের নিজের সন্তান বলে ডাকবেন।" - মথি ৫:৯



### গুরুত্ব:

ঝগড়া ও মতভেদ সব সম্পর্কেই আসে, তবে এর সদ্যবস্থাপনা একটি সম্পর্কের স্থায়িত্ব ও গভীরতা নির্ধারণ করে। সমস্যা নয়, সমস্যা মোকাবেলার পদ্ধতিই দম্পতির পরিণতি গড়ে তোলে। শান্তি স্থাপন কেবল সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে না, বরং সম্পর্ককে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অনুযায়ী গড়ে তোলে। শান্তি স্থাপন একটি গুণ, যা সম্পর্কের উত্তাপে ঈশ্বরের উপস্থিতি নিয়ে আসে।



### প্রয়োগ পদ্ধতি:

- বিরোধ দেখা দিলে নীরব হোন, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না দিয়ে পরিস্থিতি ঠান্ডা হতে দিন
- প্রয়োজনে নিরপেক্ষ পরামর্শক বা আত্মীয়কে মধ্যস্থতায় আনুন
- আলোচনার সময় "তুমি সবসময়..." নয়, বরং "আমি অনুভব করি..." ধাঁচের ভাষা ব্যবহার করুন
- ক্ষমা ও গ্রহণযোগ্যতার মনোভাব নিয়ে আলোচনায় বসুন
- যে কোন মতভেদ নিয়ে একসাথে প্রার্থনা করুন



### বাইবেলীয় উদাহরণ:

- **ইসহাক ও অবীমেলেক** (আদিপুস্তক ২৬): জলের কুপ নিয়ে বিরোধ হলে শান্তির পথ বেছে নেন
- **অব্রাহাম ও লোট** (আদিপুস্তক ১৩): জমি নিয়ে বিবাদ এড়াতে অব্রাহাম লোটকে পছন্দের জমি নিতে দেন



## প্রতিদিনের অভ্যাস:

- বিছানায় যাওয়ার আগে মান-অভিমান মিটিয়ে ফেলুন (ইফিশীয় ৪:২৬)
- “আমি কেমন করলাম?” এই প্রশ্নটি দিনশেষে একে অপরকে জিজ্ঞেস করুন
- নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে সম্পর্ক সংক্রান্ত খোলামেলা আলাপ করুন
- সপ্তাহে অন্তত একবার একে অপরের অনুভূতি জানুন—অভিযোগ নয় বরং উপলব্ধির জায়গা থেকে।



## সতর্কতা:

- রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নেবেন না
- ঝগড়ার সময় পুরানো ভুল টেনে আনবেন না
- নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে সবসময় সঠিক ধরে নেওয়া সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর
- ‘নীরব প্রতিশোধ’ বা দীর্ঘ সময় কথা না বলা সম্পর্কের ওপর বিষাক্ত প্রভাব ফেলতে পারে



## পরামর্শ:

ঝগড়ার সমাধান মানে জেতা নয়, বরং সম্পর্ককে জিতিয়ে তোলা। বিরোধ জটিল হলে অবশ্যই পেশাদার পরামর্শ নিন। নিজের ভুল খুঁজে ক্ষমা চেয়ে সামনে এগোন। সব আলোচনায় যীশুর মতো নম্র ও পরস্পরকে সম্মান করার মনোভাব রাখুন (ফিলিপীয় ২:৩-৫)।



## বাইবেলের প্রতিজ্ঞা:

“নরম উত্তর রাগ দূর করে, কিন্তু কড়া কথা রাগ জাগিয়ে তোলে।”  
হিতোপদেশ ১৫:১

## ৩ - (গ্ৰাণ) জ্ঞান বা তথ্য বিনিময়

“লোহা যেমন লোহাকে ধারালো করে, তেমনি একজন আর একজনের জীবনকে কাজের উপযুক্ত করে তোলে।” - হিতোপদেশ ২৭:১৭



### গুরুত্ব:

জ্ঞান শুধু ব্যক্তিগত সম্পদ নয়; এটি ভাগ করে নেওয়ার জন্য। দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে একে অপরের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির আদান-প্রদান পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্মান বৃদ্ধি করে। এতে সম্পর্ক হয়ে ওঠে বিকাশমান, প্রাণবন্ত ও শাণিত। একসাথে শেখা মানে শুধু জ্ঞান নয়, হৃদয়েরও সংযোগ—যেখানে দুই আত্মা মিলিত হয়ে একে অপরকে তুলে ধরে।



### শ্রয়োগ পদ্ধতি:

সপ্তাহে একদিন “শিখি একসাথে” সময় নির্ধারণ করে একে অপরকে নতুন কিছু শেখানো দাম্পত্যে ঘনিষ্ঠতা ও মানসিক সংযোগ বাড়ায়। সম্পর্ক, প্যারেন্টিং বা আত্মিক উন্নতি নিয়ে একসাথে বই পড়া, আলোচনা করা বা অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণ করা সম্পর্ককে আরও অর্থবহ করে তোলে। পাশাপাশি, রান্না, বাজেটিং বা লেখালেখির মতো দক্ষতা ভাগ করে নেওয়া ও পরস্পরের চিন্তার পেছনে যুক্তি জানার চেষ্টা, পারস্পরিক সম্মান ও বোঝাপড়াকে দৃঢ় করে।

### বাহ্যিক উদাহরণ:

- **আক্কিলা ও প্রিন্সিলা** (প্রেরিত ১৮:২৪-২৬): তারা আপ্লোলোকে আরও ভালো ভাবে ঈশ্বরের পথ বুঝিয়ে দেন—একসঙ্গে তথ্য আদান-প্রদানের একটি দৃষ্টান্ত
- **পৌল ও তীমথি** (২ তীমথিয় ২:২): পৌল নিজের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা শেয়ার করেছেন।



## প্রতিদিনের অভ্যাস:

- প্রতিদিন নতুন কিছু শিখে তা সঙ্গীর সঙ্গে শেয়ার করার অভ্যাস করা
- প্রতিমাসে একসঙ্গে একটি বই পড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করুন
- “আজ তুমি কী শিখলে?” – দিনের শেষে এমন প্রশ্ন করা
- সন্তানদের সাথেও যৌথভাবে শেখা ও শিক্ষা দেওয়া



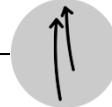
## সতর্কতা:

উপদেশ দেওয়ার সময়, নিজের অবস্থান উপরে তুলে নয়, বরং বিনয় ও শ্রদ্ধা রেখে কথা বলা উচিত। সঙ্গীর দুর্বলতা নিয়ে কটাক্ষ না করে, তাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন, যেন সে উন্নতি করতে পারে। সব বিষয়ে একপাক্ষিক হয়ে ওঠার চেয়ে, খোলামেলা এবং সমর্থনমূলক আলোচনা করা ভালো। আত্মপ্রশংসার মাধ্যমে জ্ঞান শেয়ার করলে তা বিরক্তি সৃষ্টি করতে পারে, তাই সবার সাথে আন্তরিকতা ও নম্রতা বজায় রেখে আলোচনা করা উচিত।



## পরামর্শ:

যৌথ শেখার মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনে একে অপরের “সহযোগী” ভূমিকা গড়ে ওঠে। নিয়মিত আলোচনা ও মত শেয়ার করার ফলে দুজনের মন ও মেধার গভীর পরিচয় ঘটে। শুধু মানসিক নয়, আত্মিক জ্ঞানও একে অপরের সঙ্গে শেয়ার করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সম্পর্ক আরও গভীর ও অর্থবহ হয়। সব সময় মনে রাখতে হবে—‘তুমি যা পারো না, আমি তা পারি; আমি যা পারি না, তুমি তা পারো; দু’জনে মিলে আমরা মহৎ কাজ করতে পারি।’



## বাইবেলের প্রতিজ্ঞা:

“খ্রীষ্টের বাক্য তোমাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বাস করুক, তোমরা একে  
অপরকে শিক্ষা দাও ও উপদেশ দাও।” কলসীয় ৩:১৬

## আ – আমি থেকে আমরা

একটি সফল ও পরিপূর্ণ দাম্পত্য জীবনের অন্যতম ভিত্তি হল ‘আমি’ থেকে ‘আমরা’-তে রূপান্তরিত হওয়া। অনেক সময় বিয়ের পরও আমরা একক মানসিকতা ধরে রাখি—যেখানে প্রত্যাশা, সিদ্ধান্ত ও জীবনযাত্রা নিজের সুবিধা অনুযায়ী গড়ে তুলি। কিন্তু বিবাহ মানে দুইটি ব্যক্তি এক হয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় একত্রে পথ চলা। সঠিক দাম্পত্য মানসিকতা হল—একসাথে চিন্তা করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং একে অপরের প্রয়োজন ও অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল হওয়া।

বাইবেল বলে, “তারা এক দেহ হবে” (আদি ২:২৪), এবং “যীশুর মতো মানসিকতা ধারণ করো” (ফিলিপীয় ২:৩-৫)। আবার উপদেশক ৪:১২-এ বলা হয়েছে, “তিনটি গুচ্ছ একসাথে পাকানো হলে সহজে ছেঁড়া যায় না।” নারী, পুরুষ ও ঈশ্বরের মধ্যকার এই ত্রয়ী বন্ধন দাম্পত্যকে করে তোলে দৃঢ় ও আশীর্বাদপূর্ণ। যখন দুজন একত্রে ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য রাখে, তখন তারা একে অপরের প্রতি আরও যত্নবান, সহানুভূতিশীল ও সহায়ক হয়ে ওঠে।

দাম্পত্য একটি দুঃসাহসিক যাত্রা, যেখানে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার শক্তি আসে পারস্পরিক বিশ্বাস ও ঈশ্বরের সঙ্গে একতা থেকে।

**আসুন আমরা হয়ে উঠি**

## বাইথ২৪৩

“শালোম বাইথ” (שלום בית) একটি হিব্রু শব্দ, যার অর্থ ‘গৃহে শান্তি বা সম্প্রীতি’। এটি দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মান, বোঝাপড়া ও পুনর্মিলনের এক ঐতিহ্যবাহী ধারণা। আমরা এখান থেকে শুধু “বাইথ” (গৃহ) শব্দটি ব্যবহার করেছি, যা একটি সম্পর্কনির্ভর, নিরাপদ, ভালোবাসাময় ঘরকে নির্দেশ করে। “২৪৩” একটি সাংকেতিক সংখ্যা, যার অর্থ “আমরা তোমাকে ভালোবাসি”—এটি বাবা-মা ও সন্তানের গভীর সম্পর্কের প্রতীক এবং হিতোপদেশ ২৪:৩ অনুসারে, "প্রজ্ঞা ও বোঝাপড়ার দ্বারা ঘর-সংসার টিকে থাকে।"

